প্রশ্ন ঃ গ্রীক পারসিক যুদ্ধ বা ম্যারাথনের যুদ্ধ – কারণ ও তাৎপর্য

উঃ ভূমিকা ঃ জামাতা মার্ডোনিয়াসের নেতৃত্বে পারস্যসম্রাট দরায়ুস গ্রীসে প্রথম পারসিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। (৪৯২ খ্রিঃ পূঃ)। মার্ডোনিয়াস থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়া জয় করলেন বটে, কিন্তু এথস্ পর্বতের কাছে প্রচন্ড ঝড়ে পারস্যের বিরাট নৌবাহিনী ধ্বংস হওয়ায় মার্ডোনিয়াস স্বদেশে ফিরে গেলেন। এইভাবে প্রথম পারসিক অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম অভিযানের ব্যর্থতায় দরায়ুস আদৌ মনোবল হারাননি। এথেন্স ও ইরিট্রিয়াকে শাস্তি দেবার কথা বিস্মৃত হননি। অন্যদিকে এথেন্স থেকে নির্বাসিত স্বৈরশাসক হিপিয়াস সম্রাটের পক্ষেপুট বসে এথেন্সকে আক্রমণ করবার জন্য সম্রাটকে প্ররোচিত করছিলেন। স্থলপথ অর্থাৎ থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার পথে না গিয়ে ইজিয়ান সাগরের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত হল। যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্টাফার্নেস ও ডেটিস্ এর উপর। এঁদের সঙ্গে ছিলেন এথেন্স থেকে নির্বাসিত সেই পিহিয়াস।

যুদ্ধের কারণ ও গতিপ্রকৃতি ঃ 'ছয়শ' রণতরী নিয়ে তাঁরা স্যামস্ দ্বীপ থেকে ইজিয়ান সাগর দিয়ে গ্রীসের দিকে এগিয়ে চললেন। একে একে ন্যাক্স, সাইক্লেডস দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারিস্টাস্ দখল করে অ্যাটিকা ও ইউবিয়ার মধ্যবর্তী প্রণালী ধরে ইরিট্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে পারসিক বাহিনী ইরিট্রিয়াকে পুঁড়িয়ে দিয়ে সার্ডিস ধ্বংসের প্রতিশোধ নিল। গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে বলে হয়ত পারসিকরা ডেলস্ দ্বীপ আক্রমণ করেনি। পারসিক বাহিনী এরপর ইরিট্রিয়া থেকে আটিকার অন্তর্গত ম্যারাথন উপসাগরের কূলে এসে ম্যারাথনের সমতল ভূমিতে পৌঁছল।

বিপদ আসন্ন অথচ এথেনীয় নৌবাহিনী তখনও প্রস্তুত হয়নি। এথেন্স স্থলযুদ্ধে স্পার্টার সাহায্য চেয়ে ফিলিপাইডিস নামে জনৈক দূতকে স্পার্টায় পাঠাল কিন্তু এথেনীয় দূত বিফলকাম হয়ে ফিরে এল। ধর্মভীরু স্পার্টানরা জানাল যে পূর্ণিমা পর্যন্ত তারা কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাবে না। এথেন্সের পক্ষে আর অপেক্ষা করার সময় নেই। এথেন্স আক্রমণে উদ্যোগী পারসিক বাহিনীকে এথেন্স একাই মোকাবিলা করবে স্থির হল।

এগিয়ে গিয়ে ম্যারাথনে শত্রুকে আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত—নানা তর্কবিতর্কের পর এথেনীয় সেনাপতিবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত নিলেন। এঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন তদানীন্তন এথেন্সের পোলমার্ক ক্যালিমেকাস এবং উপজাতিদশক থেকে নির্বাচিত দশজন সেনাপতির একজন মিলটিয়াডিস। মিলটিয়াডিসের প্রস্তাবানুযায়ী এথেনীয় প্রজাপরিষদ একলেজিয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ক্যালিমেকাসও মিলটিয়াডিসের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

নয় হাজার সৈন্য নিয়ে মিলটিয়াডিস ও ক্যালিমেকাস বিশাল পারসিক বাহিনীর মোকাবিলা করবার জন্য ম্যারাথনের এক দুর্ভেদ্য স্থানে উপস্থিত হলেন। এথেন্সের বন্ধু রাষ্ট্র প্লেটিয়া ইতিমধ্যেই এক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে বন্ধুর এই দুর্দিনে সাহায্য করল। লড়াই হল ম্যারাথনের বিশ্ববিশ্রুত রণক্ষেত্রে ৪৯০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। এথেন্সের হপলাইট (ভারী অস্ত্রবাহী পদাতিক সৈন্য) বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পারসিক তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনী আত্মরক্ষা করতে পারল না। যে সব পারসিক সৈন্য প্রাণে বাঁচল, তারা পিছু হটে সমুদ্রকূলে অবস্থিত জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেনাপতিদ্বয়ের অপূর্ব সময় পরিকল্পনায় এবং দক্ষতায় এথেন্স জয়লাভ করল। এই যুদ্ধে এথেন্সের পক্ষে মারা যায় মাত্র একশ বিরানব্বই জন সৈন্য আর পারস্যের প্রায় ছয় হাজার সৈন্য মারা গেল।

তাৎপর্য ঃ স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতার দিক থেকে ম্যারাথনের যুদ্ধ তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এথেন্স তথা গ্রীসের ইতিহাসে এই যুদ্ধের তাৎপর্য নেহাত কম ছিল না।

এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে এথেন্স তখনকার মতো রেহাই পেল, পারস্যের হাত থেকে গ্রীস তথা ইউরোপের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষা পেল। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় লড়াই করে বিশ্বজয়ী পারস্যকে পরাজিত করে এথেন্সের সামরিক গৌরব সারা গ্রীসময় ছড়িয়ে পড়ল, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যে নির্ভরযোগ্য তা পারসিক আক্রমণের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়ায় এথেনীয়দের গর্বের শেষ ছিল না। তাই তারা ম্যারাথনের যুদ্ধের তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছে। বিউরির ভাষায়, "Atheninans always looked back to Marathon as marking an epoch. "ম্যারাথন যুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে এই সাধারণ মতামতকে গ্রহণ করেও বলা চলে যে, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে এথেন্স তথা গ্রীস আশু ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। একথাও মনে রাখতে হবে যে, পারসিকরা এথেন্সকে দখল বা ধ্বংস করতে আসেনি, শায়েস্তা করতে এসেছিল। কেননা, তা হলে স্বৈরশাসক হিপিয়াসকে এথেন্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবত হত না।

ঐতিহাসিক মানরো এই যুদ্ধকে চূড়ান্ত যুদ্ধ বলতে নারাজ। তিনি ম্যারাথনের যুদ্ধকে "মহত্তর নাটকের চমকপ্রদ প্রস্তাবনা" বলেছেন। কেন না, ম্যারাথনের যুদ্ধ গ্রীক-পারসিক যুদ্ধের অবসান করেনি বরং ম্যারাথনের পরাজয়ের গ্লানি পারস্যকে গ্রীক আক্রমণের জন্য তীব্রভাবে লালায়িত করেছিল। হিগনেট বলেন যে, ম্যারাথনে পরলাজয় সমানের উপর এমন আঘাত হেনেছিল মূল ভূখন্ড দখল করা ছাড়া তাঁর লক্ষ্যপূরণের আর

কোন উপায় রইল না। ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়লাভ এথেনীয়দের সংগ্রামী মনোভাবকে বর্ধিত করেছিল। বর্মাবৃত সশস্ত্র গ্রীক পদাতিক যোদ্ধা পারসিক বাহিনীর বহু বিশ্রুত ধনুর্বিদদের পরাজিত করে স্পার্টাকে একটা শিক্ষা দিল। সদা বিবদমান গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠল। ভবিষ্যতের গ্রীসের মুক্তির জন্য এগুলি অত্যন্ত জরুরী ছিল। দেকি থেকে দেখলে এই যুদ্ধকে চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ গ্রীসের জনজীবনে অলিম্পিকের গুরুত্ব আলোচনা করো ঃ

উঃ ভূমিকা ঃ প্রাচীন গ্রীসের চারটি উৎসবের মধ্যে অলিম্পিক ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কখন থেকে অলিম্পিক শুরু হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। অলিম্পিকের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক লোককথা প্রচলিত। প্রথম যে কাহিনীটি তা হল, ক্রোনাসের সঙ্গে এক প্রচন্ড যুদ্ধে দেবতা জিউসের জয়লাভকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অলিম্পিক উৎসবের শুরু। দ্বিতীয়টি, দেবতা জিউসের সঙ্গে টিটিয়ানদের যুদ্ধে জিউসের বিজয় উপলক্ষ্যে এই উৎসব।

সূচনা ঃ তৃতীয়টি কোন অপরাধের জন্য দেবতা অ্যাপোলো হারকিউলিসকে শাস্তি দিতে গেলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। দেবাদিদেব জিউস মধ্যস্থতা করে স্থির করেন যে, অপরাধী হারকিউলিসকে বারোটি কঠিন কাজ করতে হবে। এই বারোটি কাজকে একত্রে বলা হত ''অ্যাথ্লো''। এই 'অ্যাথলো' থেকেই এসেছে 'অ্যাথলেটিক' ও 'অ্যথলিট' শব্দ। এই বারোটি কাজের মধ্যে একটি ছিল, রাজা এগিয়াসের সুবিশাল পশুশালা একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে এবং তা করতে পারলে এগিয়াসের পশুশালার এক দশমাংশ হারকিউলিসকে দেওয়া হবে। সত্যি সত্যিই হারকিউলিস তা করে ফেললেন কিন্তু এগিয়াস তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে হারকিউলিস এগিয়াসকে হত্যা করে তাঁর রাজ্য দখল করে নিলেন। বিজয়ের দিনকে স্মরণ রাখার জন্য ও দেবতা জিউসের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত হারকিউলিস এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন।

উৎপত্তি ঃ অলিম্পিকের উৎপত্তির আর একটি কাহিনী হল – পিসা রাজ্যে রাজা ওয়েনোমাসের একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিল। ওয়েনোমাস ঘোষণা করলেন, যে রথচালনা প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারাতে পারবে, তাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন। একে একে বারোজন পাণিপ্রার্থীই পরাস্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত পেলোপস ওয়েনোমাসের রথের পরিচারককে ঘুষ দিয়ে রথের চাকায় বিকল ঘটিয়ে, প্রতিযোগিতায় জয়ী হলেন। রথের চাকা রথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ওয়েনোমাস মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁর মৃত্যু হয়। পেলোপস রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করলেন। এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পেলোপস অলিম্পিয়ার বিস্তৃত প্রান্তরে অলিম্পিক অনুষ্ঠান প্রচলন করেন।

অন্য একটি কাহিনী, এলিসের রাজা ইফসিয়াস পরস্পর বিবদমান গ্রীক রাষ্ট্রগুলির পরিস্থিতিতে বিষণ্ণ বোধ করলেন। গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য তিনি অলিম্পিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

সময়কাল ঃ অলিম্পিক উৎসব শুরুর সময় সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনেকেই অনুমান করেন যে, খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে এর সূত্রপাত। পেলোপনেসাসের অন্তর্গত এলিসের রাজধানী অলিম্পিয়া উপত্যকায় প্রথম অলিম্পিকেরআসর বসে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এই শহরের নামানুসারেই প্রতিযোগিতার নাম হয়েছিল অলিম্পিক। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অনুসারে পিসার ক্লীস্থেনেস, স্পার্টার লিকুর্গস, এলিসের ইফিটাস প্রমুখ রাজন্যের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রসার ঘটে। অলিম্পিকের শুরু যবেই হোক, যেভাবেই হোক, প্রকৃতপক্ষে এলিসের রাজা ইফিটাস প্রমুখ রাজন্যের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রসার ঘটে। অলিম্পিকের শুরু যবেই হোক, যেভাবেই হোক, প্রকৃতপক্ষে এলিসের রাজা ইফিটাসের আমলে খ্রিঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে বিজয়ীদের নাম প্রথম নথিভুক্ত হয়। পরবর্তী ১১৫০ বছর ধরে চার বছর অন্তর এই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। দেবতা জিউসের পূজা উপলক্ষ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হওয়ায় গ্রীকদের কাছে অলিম্পিকের মর্যাদা ছিল আলাদা।

গুরুত্ব ঃ অলিম্পিক শুরুর বছরখানেক পূর্ব থেকেই এলিস রাজ্যের সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকরা গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যে অলিম্পিক বার্তার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাণীও বহন করে নিয়ে যেত। নিয়ম ছিল, এই সময় কোন যুদ্ধবিগ্রহ হবে না, কাউকে অলিম্পিয়াতে আসতে বাধা দেওয়া হবে না। সব রাজ্যই এই নিয়মকে সম্মান জানাত। প্রথম দিকে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পেলোপনেসাসবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই এর খ্যাতি গ্রীক জগতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীসের সমস্ত স্থান থেকে প্রতিযোগীরা দলে দলে এসে নির্দিষ্ট দিনে অলফিয়াস নদীর তীরে সমবেত হয়। বিশেষজ্ঞদের কাছে নানারকমের পরীক্ষা দিয়ে মূল অনুষ্ঠানে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হত। সেই সঙ্গে আসত নানা শ্রেণীর দর্শক, নানা বর্ণের পোশাকে সজ্জিত হয়ে। উৎসবের সময় প্রত্যেককেই জিউসের মন্দিরের সামনে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হত যে অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকালে কোন প্রতিযোগী পথের মধ্যে লাঞ্ছিত হলে সে সেই অঞ্চলের রা;ষ্ট্রর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারত। পথিমধ্যে প্রতিযোগীদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা থাকত। বহু দোকানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় বিক্রয় হত।

প্রশ্ন : প্রাচীন প্রস্তর যুগের জলবায়ু সম্পর্কে লেখো।

উত্তর : ভূতাত্ত্বিক যুগ বিভাজনের নিরিখে প্রাচীন প্রস্তর যুগের দীর্ঘ সময় প্লেইস্টোসিন যুগের অন্তর্গত। একেবারে শেষের দিকে হলোসিন যুগের আবির্ভাব। প্লেইস্টোসিন যুগের জলবায়ু ছিল অতি শীতল—তাই সাধারণত একে তুষার যুগও বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে জলবায়ু অতি শীতলতার পাশাপাশি অতি আর্দ্রও হয়েউঠেছিল। এই দীর্ঘ শীতলতার জন্য গবেষকরা মূলত দুইটি উপাদানকে নির্দেশ করেছেন।

প্রথমত, প্রায় পাঁচ কোটি বছর ধরে তাপমাত্রার ক্রমাগত পতনের কারণে জলবায়ুঅতি শীতল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, মহাদেশগুলির অবস্থান এই সময় এমন ছিল যে সমুদ্রের উষ্ণ স্রোত উত্তরের দিকে গিয়ে ভূখণ্ডের কাছে পৌঁছানোর আগেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হওয়ায় তাপমাত্রা সেভাবে বৃদ্ধি পেতে পারেনি।

তবে এই দীর্ঘ সময় ধরে জলবায়ু যে একই রকম ছিল, তা কিন্তু নয়। মাঝে মধ্যেই তার তারতম্য লক্ষ করা যায়। মোটামুটিভাবে উষ্ণ ও আর্দ্রতার তারতম্যের ভিত্তিতে এই দীর্ঘ সময়কালকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) অতি শুষ্ক পর্যায় (খ)অতি আর্দ্র পর্যায় (গ) শুষ্ক পর্যায় ও (ঘ) আর্দ্র পর্যায়। এই যুগের একেবারে শেষের দিকে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন হাতিয়ার জীবাশ্ম-কঙ্কাল, গুহাশ্রয় ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে অনুমান করা হয় যে প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করেছিল। তবে এই যুগে মানুষ নিজে কোনো বসতি নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি।

প্রশ্ন : মেসোলিথিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জানো লেখো।

উত্তর : মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ বিভাজনের নিরিখে দ্বিতীয় যুগ হল মধ্য প্রস্তর যুগ বা মধ্যশ্রীয় যুগ (Mesolithic Age)। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই যুগকে শেষ প্রস্তর যুগ বলেও চিহ্নিত করেছেন। ক্রিশ্চিয়ান জেথমাসেন ১৮১৯ সালে প্রস্তর যুগের নামকরণ করেছিলেন। তবে মেসোলিথিক কথাটিপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন হোডার ওয়েসট্রপ (Hoder Westrop) কিন্তু আদৌ মেসোলিথিক নামে একটি নতুন যুগ চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে কিনা সে ব্যাপারেবিতর্ক শুরু হয় তখন থেকেই। এর প্রায় শতাব্দী কাল পর প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ডতাঁর The Down of Europe গ্রন্থে মেসোলিথিক কে ব্যবহার করেছেন প্রাচীনপ্রস্তর যুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী একটি অন্তর্বর্তী যুগ হিসেবে।

মেসোলিথিক সংস্কৃতির বিস্তার ও বিবর্তন ঃ মেসোলিথিক যুগাকে হাতিয়ারের ধরনের ভিত্তিতে বহু গবেষক ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগ(Microlithic age) নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। এই সময় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ভূতাত্ত্বিকভাবে প্লেইস্টোসিন যুগের অবসান ও হলোসিন যুগের সূচনা ঘটে। এই যুগের সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে এর বিকাশ ঘটে। ইউরোপের ক্ষেত্রে আনুমানিক ১৫০০০ থেকে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এই যুগের বিস্তার। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে তা ২০০০০ থেকে ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুগের প্রাচীনতম নিদর্শনের সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে আনুমানিক দ্বাদশ সহস্রাব্দ। মেসোলিথিক যুগ চিহ্নিত হয়েছে ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ারের জন্য। স্যার গ্রাহাম ক্লার্কের বিভাজন সারণিতে এই হাতিয়ার Mode 5 বা পঞ্চম স্তরের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান বিশ্বের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মধ্য প্রস্তরযুগীয় পরিবেশের বিশেষ পার্থক্য ছিলনা। অন্যদিকে এই যুগের হাতিয়ার গড়ে পাঁচ সেন্টিমিটারের অধিকছিল না। ফলা, চাঁচনি, বাটালি, ছেদক প্রভৃতির পাশাপাশি অর্ধচন্দ্রাকার আকৃতির কিছু হাতিয়ারের নিদর্শন মেলে এই যুগে। এই যুগে হাতিয়ার নির্মাণের জন্য চার্ট, কোয়ার্টজ,ব্যাসল্ট, চ্যালসিফেডন, কেলাসিত সিলিকা জাতীয় পাথর ব্যবহৃত হত। অনেক সময় পাথরের পরিবর্তে পশুর হাড়, বাঁশ ও গাছের ডাল, পশুর শিং প্রভৃতিও হাতিয়ার নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হত।

প্রশ্ন : পশুপালন অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : নিওলিথিক কালপর্বে মানুষের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কৃষির পাশাপাশি পশুপালনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তবে কৃষির ক্ষেত্রে অন্তত প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে যেমন খাদ্য উৎপাদনই প্রধান লক্ষ ছিল, পশুপালনের ক্ষেত্রে তা নয়। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির নিরিখে পালিত পশুদের তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—(ক) সহভোক্তা পশু, (খ) খাদ্য তালিকাভুক্ত পশু এবং (গ) ভারবাহী পশু।

সহভোক্তা প্রাণী ঃ সহভোক্তা প্রাণীরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের সঙ্গ বেছে নিয়েছে। মানুষের ফেলে দেওয়া খাবারের অংশই এদের প্রধান খাদ্য ছিল। প্রাথমিকভাবে মানবগোষ্ঠীর কাছে এই প্রজাতির প্রাণীদের উপস্থিতি কোনো বড়ো সুবিধা নিয়ে নাএলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রজাতির প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের একটি সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়ে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী কুকুর প্রথম সহভোক্তা প্রাণী যাকে মানুষ পালন করতে শুরু করে।

প্রশ্ন : টীকা লেখো : আইওনীয় বিদ্রোহ।

উত্তর যুদ্ধের সূচনা ঃ প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত যুদ্ধের পরম্পরা-তথাকথিত পারসিক যুদ্ধ সমৃদ্ধ হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ৪৯০ এর দশকে এবং ৪৮০-৪৭৯ সময়কালে। এর সূচনা আইওনিয়ার গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। আইওনীয় বিদ্রোহ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। হেরোডোটাসের রচনা থেকে এই পাঁচ বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানা যায়

যুদ্ধে জয়-পরাজয় ঃ রবিন অসবর্ন বলেন, এটা ঠিক যে আইওনীয় ও পারসিকদের লড়াইতে আইওনীয়রাই পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধোত্তর পাল্টা অভিযোগ থেকে মনে হয়এমনকি হেরোডোটাস ও এটা বুঝে উঠতে পারেননি যুদ্ধে কারা ভালো লড়াই করেছিল আর কারা খারাপ। তবে আইওনীয় গ্রিকদের পরাজয় কখনোই তাদের কৃতিত্বকে ছাপিয়ে যেতে পারে না।

এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অসবর্ণ আরও বলেন যে, বিদ্রোহীরা জনগণের সরকার স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই পারসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। বরং এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে পারস্য তার প্রজাদেরকাছ থেকে প্রভূত রাজত্ব দাবি করত। আইওনীয় বিদ্রোহের পরিণতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর। কিন্তু এই বিদ্রোহ যে পরিবর্তন এনেছিল তার সবটাই নেতিবাচক ছিল না। তবে এটা ঠিক যে এই বিদ্রোহ পারসিক সাম্রাজ্যের জোয়াল থেকে গ্রিকদের মুক্তি এনে দিতে পারেনি। অবশ্য গ্রিকদের মধ্যে কতজন শুধু এই লক্ষ্য নিয়েই বিদ্রোহ করেছিল তা পরিষ্কার নয়। তবে আইনওনীয় বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারসিকদের সমর্থনপুষ্ট টাইরান্টদের অত্যাচার থেকে গ্রিকদেরআপাত মুক্তি দিয়েছিল। আইওনীয়া স্বাধীনতা পায়নি বটে, কিন্তু আইওনিয়ার বিভিন্ন নগরের যে সব মানুষ এরপরে জীবিত ছিল, নিঃসন্দেহে পারসিকদের সমর্থন পুষ্টটাইবান্টদের অত্যাচার থেকে গ্রিকদের আপাত মুক্তি দিয়েছিল। আইওনীয়া স্বাধীনতা পায়নি বটে, কিন্তু আইওনিয়ার বিভিন্ন

উপসংহার ঃ নগরের যে সব মানুষ এরপরে জীবিত ছিল,নিঃসন্দেহে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেড়েছিল।

সমকালীন গ্রিক লেখকদের ধারণা ছিল; আইওনীয় বিদ্রোহই মূল গ্রিসের প্রতি পারস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আধুনিককালের বহু ঐতিহাসিকই অবশ্য মনে করেনযে, এথেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই দারায়ুস গ্রিসে সেনা পাঠিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : গ্রিস-পারসিক ম্যারাথন বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর : আইওনীয় বিদ্রোহের ব্যর্থতার চার বছর পর অর্থাৎ ৪৯০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ম্যারাথন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পারসিক সেনার সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায়না, কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা একটা বৃহৎ ফৌজ ছিল। হেরোডোটাস লিখেছেন, পারসিক ফৌজ অবিশ্বাস্য রকমের বড় ছিল। পরবর্তীকালের বহু লেখকও হেরোডোটাসের তথ্য বিনা বিচারে মেনে নিয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে প্রথম কঠোর প্রতিক্রিয়া জানান জার্মানসামরিক ঐতিহাসিক ডেলব্রুক। তিনি বলেন হেরোডোটাস বড় বেশি অতিরঞ্জিত করে (K. J. Beloch) মরিস, ইরেনবার্গ,প্রমুখরা।

জর্জ ফরেস্ট লিখেছেন, পারসিকরা ভালো লড়াই করতে জানত এবং তাদের সেনাপতিরা দক্ষ ছিল। তথাপি শেষ পর্যন্ত ম্যারাথনের যুদ্ধে এথেনীয়দের কাছে পারসিক বাহিনী পরাজিত হয়। এথেনীয় ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পোলেমার্কক্যালিম্যাকাস। এই যুদ্ধে ছয় হাজারেরও বেশি পারসিক সৈন্য প্রাণ হারান। গ্রিকদেরদিক থেকে সংখ্যাটা ২০০ জনের কাছাকাছি হবে।

ফরেস্ট ম্যারাথনের যুদ্ধের তিনটি ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথমত,গ্রিকরা নিজেদের এবং তথাকথিত বর্বরদের মাঝে একটা সীমারেখা টানতে পেরেছিল।দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পর এমন একটি চেতনা তৈরি হয়েছিল যে গ্রিকরা বর্বরদের সাথেসমানে সমানে মিশতে পারে না, কেননা তারা মানুষ হিসাবে শ্রেয়তর। তৃতীয়ত,ম্যারাথনের জয় এথেন্সের মানুষকে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন, ম্যারাথনের পরের দশকেই এথেনীয়রা প্রথম Ostracism নামক বিধানটি চালু করে। এই আইন বলে এথেনীয় এক্লেজিয়া প্রতি বছর ইচ্ছা করলে একজন এথেনীয় নেতাকে দশ বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে পারত, তবে ওই নির্বাসিত নেতার সম্পত্তি অটুট থাকত। উল্লেখ্য ম্যারাথনের পর আর কখনও কোনোযুদ্ধে এথেনীয় পোলেমার্ককে কোনো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি।

প্রশ্ন : পেলোপনেসীয় যুদ্ধের গুরুত্ব লেখো?

উত্তর : গ্রিসের ইতিহাসে খ্রিঃ পূঃ ৪৩১ অব্দ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৪০৪ অব্দ সময়কাল পেলোপনেসীয় যুদ্ধের আমল বলে চিহ্নিত। ঐতিহাসিক থুকিডিডিস সর্বপ্রথম এই সময়টিকে একটি নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই যুদ্ধের সূচনা থেকে ৪১১ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য তথ্যসূত্র হল জেনোফনের রচনা। থুকিডিডিস পেলোপনেসিয় এবং এথেনীয়দের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ইতিহাস লেখেন সূচনা বিন্দুথেকে।

যুদ্ধের কারণ ঃ তাঁর মতে এই যুদ্ধের যথার্থ কারণ হল এথেন্সের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে স্পার্টার ভীতি। যা যুদ্ধকে এরকম অনিবার্য করে তোলে। এইচ নিসেনথুকিডিডিসের এই মত মানেন না যে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল যেহেতু এথেন্স স্পার্টার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে

গিয়েছিল। কিন্তু এটা তিনি মানেন যে তাৎক্ষণিক কারণগুলিই পেলোপনেসীয় যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নয়। তাঁর মতে, পেলোপনেসীয় যুদ্ধের আসল কারণ হল এথেন্সের নগ্ন আগ্রাসন, আর আরও বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার তাড়নায় এথেন্স ইচ্ছাকৃতভাবেই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। নিসেনের মতে, নিঃসন্দেহে এই নীতির রূপকার হলেন পেরিক্লিস কিন্তু সমস্ত এথেনীয়রই তাতে সম্মতি ছিল।

যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ কোনো কোনো ঐতিহাসিক পেলোপনেসীয় যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন, যেমন কর্নফোর্ড, গ্রান্ডি, হেরম্যান বেংটসন প্রমুখ।কর্নফোর্ডের মতে, পাইরিউসের একদল বণিক এথেন্সকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করারজন্য পেরিক্লিসের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছিল। আধুনিককালের লেখক পিটারফ্লিস থুকিডিডিসের অনিবার্যতার তত্ত্বকে আধুনিকতার মোড়কে পরিবেশন করেছেন।

ডোনাল্ড কাগান থুকিডিডিসের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, সমকালীন পরিস্থিতিতে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে কোনভাবেই শান্তি রক্ষা করা যেত না, এমন কথা বললে ভুল হবে। বরং এথেন্স ও স্পার্টার পক্ষে শান্তিতে সহাবস্থান করা সম্ভবছিল। অতএব যুদ্ধ অনিবার্য ছিল না। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিশেষণ করতে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গ্রিসের কোনো রাষ্ট্রই পেলোপনেসীয় যুদ্ধ পরিকল্পনা করে বাধায়নি, কোনো রাষ্ট্রই এই যুদ্ধ চায়নি।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের অপর বিশেষজ্ঞ সাঁ ক্রোয়া কাগানের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানান। তাঁর মতে, পেলোপনেসীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে এথেন্সের শক্তি ওমর্যাদা ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ স্পার্টার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল।

প্রশ্ন ঃ পেরিয়োকই কারা ? সমাজ জীবনে এদের অবদান আলোচনা করো ঃ

উঃ সংজ্ঞা ঃ মেসিনিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল পেরিয়োকইরা। মেসেনিয়া জয়ের পর স্পার্টা তাদের পেরিয়োকইতে পরিণত করে।

তাদের অনেক দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এম.এন. টড লেখেন যে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে মেসেনিয়া জয় করে স্পার্টা পেরিয়োকইরা জাতিতে অ্যাকেনিয়ান। আবার, জুরান্ট, অ্যান্ড্রুজ প্রমুখ বলেন, তারা ডোরিয়ান। কার্টলেজ এবং প্যাভেল অলিভার মতে, পেরিয়োকইরা

অ্যাকেনিয়ান ও ডোরিয়ান সংমিশ্রণে গঠিত জাতি। আমরা শেষোক্ত মতই গ্রহণ করব।

অবস্থান ঃ স্পার্টার সমাজে পেরিয়োকাইদের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। উইল ডুরান্ট বলেন য়ে, পেরিয়োকইরা ভৌগোলিক দিক থেকে স্পার্টানদের পরিবৃত করে রেখেছিল এবং সামাজিক দিক থেকে তারা স্পার্টান ও হেলটদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করত। লারসেন-ও একই মত পোষণ করেন। অন্যদিকে কার্টলেজ ও প্যাভেল অলিভা মনে করেন যে, নাগরিক ও বিদেশীদের মধ্যবর্তী স্তর ছিল পেরিয়োকইরা। আবার,

হেরোডোটাস, জেনোফোন ও থুকিডাইডিসের মতো ফিনলে পেরিয়োকইদের 'অসমাপ্ত পলিস' বলেছেন। কেননা, তাঁর মতে, তাদের উপর স্থানীয় বিষয় পরিচালনার ভার ছিল। স্পার্টার অধীনে থেকে সেনাবাহিনীতে কর্তব্য পালন করে তারা সাধারণ গ্রীকদের মতো শান্ত জীবনযাপন করত। যা

হোক, এক্ষেত্রে আমরা পেরিয়োকইদের নাগরিক ও হেলটদের মধ্যবর্তী শ্রেণী বলে গণ্য করতে পারি।

অবদান ঃ পেরিয়োকইরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল। পৌর অধিকার পেলেও তাদের রাজনৈতিক অধিকার বলে কিছু ছিল না। এম.এন. টড লেখেন , 'Perioeci, who, while enjoying personal freedom and certain stipulated privileges, were nevertheless debarred from the status and rights of citiziens." পেরিয়োকাইরা নগর এবং গ্রামে বাস করত। পেরিয়োকইরা মূলত কৃষিজীবী ছিল

কিন্তু নাগরিকদের তুলনায় তাদের জমি অনুর্বর ছিল। কেননা, ভাল জমি নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। আবার, তাদের কিছু

উর্বর জমি স্পার্টানদের ব্যবহারের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। নাগরিকদের সঙ্গে তাদের কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকৃতি ছিল না। হেরোডোটাসের লেখা থেকে এসব কথা জানা যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য কিছু বৃত্তিকে তারা উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। পেরিয়োকই অধ্যুষিত অঞ্চলে রাজকীয় সম্পত্তি থাকত। এই সম্পত্তির জন্য রাজারা পেরিয়োকইদের নিকট থেকে রাজস্ব পেতেন। Glotz-র লেখা থেকে জানা যায় যে, ল্যাকোনিয়াতে পেরিয়োকই অধ্যুষিত প্রায় একশ'র বেশি নগর ছিল এবং এর চেয়ে বেশি সংখ্যক ডেমি ছিল ওটিকায়। ল্যাকোনিয়ার

পেরিয়োকইদের স্পার্টা হেলটে পরিণত করেনি। এর কারণ হিসাবে অনেকে অনুমান করেন যে, এই এলাকার অনুর্বর জমি স্পার্টার খুব

একটা পছন্দ ছিল না।